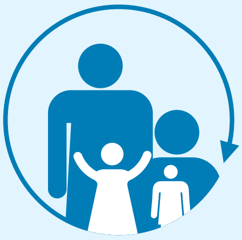

Parental Control Apps

প্যারেন্টাল কন্ট্রোল অ্যাপ্স এর সুবিধা

আজকের প্রজন্ম অনেক বেশি ইন্টারনেটের উপর নির্ভরশীল। প্রাপ্তবয়স্ক বা শিশু, প্রতিটি ব্যক্তির কাছে ইন্টারনেট তাদের পরিবারের একটি অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে। ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন এবং ট্যাব ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুদের ইন্টারনেটে অ্যাক্সেস পাওয়া সহজতর হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ফলে আমাদেরকে যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হচ্ছে তাতে করে ঘরে বসে কমবেশি সকলকেই অনলাইনের উপর নির্ভর করে কাজ সম্পন্ন করতে হচ্ছে। দৈনন্দিন বাজার করা থেকে শুরু করে বাড়ির প্রয়োজনীয় বিল প্রদানও ঘরে বসে করতে হচ্ছে যার জন্য আমরা সবাই কম বেশি অনলাইনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। ইন্টারনেট যেমন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনকে সহজ করেছে তেমনি ইন্টারনেটের একটি অন্ধকার দিকও রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এটি শিশুদের জন্য একটি বিপদজনক হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কারণ সময়ের সাথে সাথে সাইবার হামলার সংখ্যা বেড়েছে। ইন্টারনেট যেমন আমাদের জীবনযাত্রাকে সচল রেখেছে তেমনি অনেককেই অনলাইনে বিভিন্নভাবে হুমকি দিয়ে হ্যাকাররা তাদের স্বার্থ আদায় করে নিচ্ছে। আর তাই কার্যক্রম বন্ধ না রেখে এই পরিস্থিতিকে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সাথে সমন্বয় করে কিভাবে সহনীয় করে পরিচালনা করা যায় তার জন্য অভিভাবকদের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। আর তা হলো শিশুদেরকে তাদের জ্ঞানের বিস্তারে সহায়তা করার পাশাপাশি কিভাবে অনলাইন ব্যবহারে তাদেরকে নিরাপদ রাখা যায় সে সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা।

Parental Control Apps কী এবং কেন ব্যবহার করা প্রয়োজন?

Parental Control Apps এমন এক ধরনের অ্যাপ্স যার মাধ্যমে বাবা-মা বা অভিভাবক তাদের সন্তানের ফোন বা কম্পিউটারে উক্ত অ্যাপ্স ইন্সটল করার মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহারের উপর খোঁজখবর রাখতে পারেন। বিশেষ করে, তাদের সন্তানগণ ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় বা ক্ষতিকর কোন সাইটে প্রবেশ করছে কিনা কিংবা কোন প্রকার বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে কিনা তা তারা আগে থেকেই অবগত হয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

এই অ্যাপ্স ব্যবহার করার প্রধান সুবিধা হচ্ছে সন্তান যখন ইন্টারনেট ব্যবহার করে, তখন বাবা মা সহজেই তার ইন্টারনেট ব্যবহারের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। যদি কেউ তার সন্তানকে ইউটিউব বা অন্য কোনও সাইট ব্যবহার করতে দিতে না চান তবে অভিভাবক নিজেই এগুলো বন্ধ করে দিতে পারবেন। এই ধরনের অ্যাপ্স ব্যবহারের আরেকটি ভাল দিক হল এগুলি ইন্সটল করা অত্যন্ত সহজ। এমনকি কীভাবে এটি পরিচালনা করতে হয় তা জানতে আপনার কোন বিশেষজ্ঞের মতামতের প্রয়োজন হয়না। কীভাবে সন্তানের ফোনে এই ধরনের অ্যাপ্স ইন্সটল করে দিবেন তা গুগল বা ইউটিউব এ সার্চ করলেই সহজে পেয়ে যাবেন। মজার ব্যাপার হল এই ধরনের অ্যাপ্স চাইলে গোপনে ইন্সটল করে দেওয়া সম্ভব যাতে সন্তান বুঝতে না পারে যে তার পিতা মাতা তার অনলাইনে বিচরণের উপর নজর রেখেছেন।

অনুপযুক্ত সামগ্রী বন্ধ করা

একটি ভাল প্যারেন্টাল কন্ট্রোল অ্যাপ্স আপনার সন্তানের অনলাইন ক্রিয়াকলাপ ফিল্টার করার ক্ষমতা রাখে। এটি বিভিন্ন সামগ্রী যেমন সহিংসতা সম্পর্কিত ভিডিও/ছবি এবং পর্নোগ্রাফি সামগ্রী অ্যাক্সেসকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ করে। প্যারেন্টাল কন্ট্রোলের অ্যাপ্স এর সাহায্যে আমরা কিছু অনাকাঙ্খিত ওয়েব সাইটগুলি বন্ধ করতে পারি যা আমরা মনে করি আমাদের শিশুদের জন্যে উপযুক্ত নয়। এমন কি আপনার সন্তান অনলাইনে কি খুঁজছে তার একটি বার্তা চাইলে পিতা মাতা তাদের ফোনে তাৎক্ষনিকভাবে নিতে পারেন।

অ্যাপ্লিকেশন বন্ধ করা

অ্যান্ড্রয়েড প্যারেন্টাল কন্ট্রোল অ্যাপ্লিকেশনগুলির পাশাপাশি আইফোনে ও Parental Control Apps রয়েছে। এটি যদি আপনি আপনার সন্তানের স্মার্ট ফোনে স্থাপন করেন তখন আপনি অপ্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশন গুলি বন্ধ করতে পারেন। এমন কি আপনি যদি আপনার সন্তানের নির্দিষ্ট কিছু অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্সেস করাতে না চান সেটিও ঠিক করে দেওয়া সম্ভব।

এসএমএস এবং ম্যাসেঞ্জার চ্যাট পর্যবেক্ষণ করা

আপনার শিশু অন্যের সাথে অপ্রয়োজনীয় কিছু শেয়ার করলে বা কারো সাথে ফোনে কথা বললে সেটি এই অ্যাপ্স এর মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা যায়। এই ধরনের প্যারেন্টাল কন্ট্রোল অ্যাপ্স আপনাকে আপনার সন্তানের মেসেজ পরীক্ষা করতে এবং তারা সঠিক লোকের সাথে কথা বলছে কিনা তা দেখতে সহায়তা করে। এক্ষেত্রে আপনি শুধু মাত্র তাদের এসএমএস নয় বরং বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ্লিকেশন/ ওয়েব সাইট গুলিতে তাদের কথোপকথনের রেকর্ড গুলো দেখতে ও পরীক্ষা করতে পারবেন।

ইন্টারনেট এর কার্যকলাপ ট্র্যাকিং

ক্ষেত্র বিশেষে এমন অনেক অ্যাপ আছে যা ২টি ভাগে ইন্সটল করতে হয়। একটি সন্তানের ফোনে আর অন্যটি পিতা মাতার ফোনে। পিতা মাতা যে অ্যাপ টি ব্যবহার করবে সেটি দিয়ে তার সন্তানের ফোন নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। পিতা মাতার নিয়ন্ত্রক অ্যাপ ব্যবহারের আরও একটি বড় সুবিধা হল আপনি আপনার সন্তানের ইন্টারনেট কার্যকলাপের উপর সরাসরি নজর রাখতে পারেন। এটি নিশ্চিত করবে যে সে ইন্টারনেটে কোনও ক্ষতিকর বা অনুপযুক্ত বিষয়ের সাথে যুক্ত আছে কিনা। একবার আপনি যখন জানতে পারবেন যে সে এমন কিছু দেখছে যা তার এড়ানো উচিত, তখন আপনি তাকে সঠিক সময়ে থামাতে পারবেন এবং চাইলে যে কোন সময় তার ইন্টারনেট অ্যাক্সেস বন্ধ করে দিতে পারবেন। কোন শিশুও যদি জানতে পারে যে তার অনলাইন কার্যকলাপ সর্বদা পর্যবেক্ষণ করা হয়, তখন সে কোন অনৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকবে।

ইন্টারনেট এর ব্যবহার ও সময় নির্ধারিত

দায়িত্বশীল বাবা-মা হিসাবে, আমাদের শিশুরা তাদের মূল্যবান সময়গুলো গঠন মূলক কাজে ব্যবহার করছে কি না তা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। এই অ্যাপ্স এর সাহায্যে শিশুরা কতক্ষণ সময় ধরে ইন্টারনেট ব্যবহার করবে তা সুনির্দিষ্ট করে দেয়া যায়।

কিভাবে প্যারেন্টাল কন্ট্রোল অ্যাপ্স ব্যবহার করবেন

ইন্টারনেটে সন্তানের কোন কোন বিষয়গুলো মনিটর করা জরুরি তা প্যারেন্টাল কন্ট্রোল অ্যাপ্স ব্যবহার করার আগেই ঠিক করতে হবে। এতে উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনীয় অ্যাপ্সটি দ্রুত নির্বাচন ও ডাউনলোড করতে সুবিধা হবে। কারণ ভিন্ন ভিন্ন অ্যাপ্স ভিন্ন ভিন্ন রকম সুবিধা দিয়ে থাকে।

এছাড়া, ভিন্ন ভিন্ন অ্যাপ্স-এর ব্যবহারবিধি ভিন্ন ভিন্ন রকম। সাধারণত বেশির ভাগ অ্যাপ্স ব্যবহারের জন্য প্রথমে প্যারেন্টাল কন্ট্রোল অ্যাপ্স-এর ওয়েবসাইটে যেতে হবে এবং একটা ইমেইল দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হলে যে ফোনে প্যারেন্টাল কন্ট্রোল অ্যাপ্স ইন্সটল করবেন সে ফোন থেকে উক্ত ওয়েবসাইটে ভিজিট করে অ্যাপ্স ডাউনলোড করতে হবে। গুগল প্লে স্টোর থেকেও খুব সহজেই এটি ইন্সটল করা যায়। ডাউনলোড সম্পন্ন হলে সেটা ওপেন করে যে ইমেইল দিয়ে প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছিল সেটি বসিয়ে দিয়ে সেভ করতে হবে। এ সময় ফোন কন্টাক্ট, গ্যালারী, ক্যামেরা, স্টোরেজ ব্যবহারের পারমিশন চাইতে পারে। অ্যাপ্সকে সে সকল পারমিশন প্রদান করতে হবে। এরপর থেকে অভিভাবকগণ নিজের কম্পিউটার বা ফোনের মাধ্যমে উক্ত ওয়াবসাইটে নিবন্ধিত ইমেইল ব্যবহার করে আপনার সন্তানের ফোন/ডিভাইসে সব কিছু মনিটরিং এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। অন্যদিকে, আইফোনে এই ধরনের অ্যাপ্স Default দেওয়া থাকে বিধায় তাতে শুধু সেটিংস ঠিক করে দিলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তা নিয়ন্ত্রিত হবে।

যেমন: সাধারণত ফ্রি প্যারেন্টাল কন্ট্রোল অ্যাপ্স ব্যবহার করে কল লিস্ট, মেসেজ, লোকেশন, ব্রাউজিং হিস্টোরি মনিটর করা যায়। অন্যদিকে, প্রতিমাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পরিশোধ করে প্রিমিয়াম একাউন্ট ব্যবহার করলে সন্তানের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের সকল তথ্য, কল রেকর্ড, লাইভ ক্যামেরায় ছবি ধারণ সহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সুবিধা গ্রহণ করা যায়।

অবস্থানট্র্যাকিং

এই ধরণের অ্যাপসের বড় সুবিধা হল এটার মাধ্যমে আপনি আপনার সন্তানের অবস্থান ট্র্যাকিং করতে পারবেন। আপনি আপনার সন্তানের

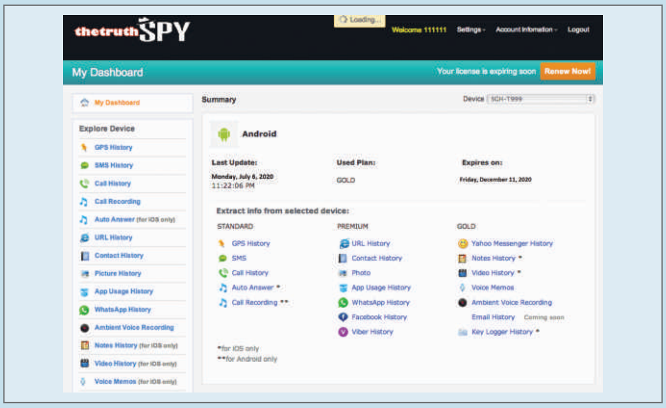

সন্তানের ফোনে প্যারেন্টাল কন্ট্রোল অ্যাপ্স ইন্সটল করলে এভাবে সব কিছু অনলাইন থেকে দেখা যায়

অবস্থান সম্পর্কে সর্বদা অবহিত থাকতে পারবেন এবং আপনার ডিভাইসে তাদের অবস্থান ট্র্যাক করা যাবে। উদাহরণস্বরূপ, আপনার শিশু যখন কোন জরুরী পরিস্থিতিতে পড়বে, তখন এই ধরনের অ্যাপ্স এর মাধ্যমে আপনি তার জিপিএস লোকেশন দেখে সরাসরি তার কাছে পৌঁছাতে পারবেন।

শ্রবণ বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ কিভাবে ব্যবহার করতে পারেন

আমাদের দেশে কয়েক লক্ষ বাবা মা আছেন যারা দৃষ্টি বা শ্রবণ প্রতিবন্ধী। তারাও তাদের সন্তানের ফোনে প্যারেন্টাল কন্ট্রোল অ্যাপ্স ব্যবহার করতে পারেন। যারা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বাবা মা আছেন তারা চাইলে প্রথমে সন্তানের ফোনে অন্য কারো সহায়তা নিয়ে ইন্সটল করিয়ে দিতে পারে। আর শ্রবণ প্রতিবন্ধী মানুষরা ছবি দেখে দেখে সন্তানের ফোনে প্যারেন্টাল কন্ট্রোল অ্যাপ্স ইন্সটল করিয়ে দিতে পারেন।

নিম্নে কয়েকটি ফ্রি অ্যাপ্স এর নাম দেওয়া হল যা দিয়ে আপনারা আপনাদের সন্তানের ডিভাইসের অনেক কিছুই দেখতে পারবেন। আপনারা চাইলে গুগলে সার্চ দিয়ে পেইড অ্যাপ্স ও কিনতে পারেন। সাধারণত পেইড অ্যাপ্স এ কিছু সুবিধা একটু বেশি থাকে।

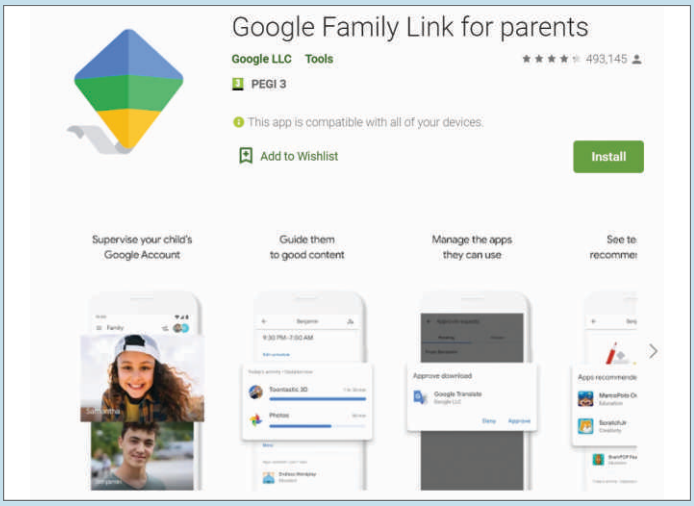

গুগোলের প্যারেন্টাল কন্ট্রোল অ্যাপ্স ব্যবহার করে এভাবে শ্রবণ বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বাবা মা তাদের সন্তানের উপর নজর রাখতে পারেনা।

কয়েকটি ফ্রি প্যারেন্টাল কন্ট্রোল অ্যাপ্স এর নাম

Tracking smartphone (www.trackingsmartphone.com)

Snoopza (https://snoopza.com/)

Freephonespy (https://freephonespy.net/)

thetruthspy (https://thetruthspy.com/)

MobileTrackerFree (https:/ /mobile-tracker-free.com/)

প্রণয়নে
শিশু অধিকার ইউনিট
আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)
২/১৬, ব্লক-বি
লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮-০২-৮১০০১৯২
+৮৮-০২-৮১০০১৯৫

আর্থিক সহযোগিতায়
terre des hommes
stops child exploitation

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ
ACD
Agrogoti Sangstha